চতুষষ্টিতম অধ্যায়

রাজা নৃগ উদ্ধার

কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ রাজা নৃগকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণের সম্পত্তি গ্রাস করার মহা বিপদ সম্বন্ধে রাজাদের উপদেশ দিয়েছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

একদিন সাম্ব ও যাদব বংশের অন্য সব ছেলেরা বনে খেলা করতে গিয়েছিল এবং অনেক্ষণ খেলা করার পরে তারা খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে জলের খোঁজ করতে শুরু করে। একটি শুকনো কুয়োর ভিতরে তারা এক অদ্ভুত জীব দেখতে পায় পাহাড়ের ঢিবির মতো এক বিশাল গিরগিটি। ছেলেগুলি তার কষ্ট দেখে তাকে বার করে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু চামড়ার দড়াদড়ি দিয়ে কয়েকবার চেষ্টা করে তারা দেখে যে, তারা জীবটিকে উদ্ধার করতে পারবে না এবং তাই তারা শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে কি হয়েছে সব বলেছিল। শ্রীভগবান তাদের সঙ্গে কুয়োটির কাছে আসেন এবং তাঁর বাম হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে অনায়াসেই গিরগিটিটাকে তুলে বার করে আনেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতের স্পর্শে সেই গিরগিটি তৎক্ষণাৎ এক দেবতার রূপ নিল। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুমি এবং কিভাবে এমন একটি জঘন্য রূপ পেলে?"

সেই দিব্য পুরুষটি উত্তর দিলেন, "আমার নাম ছিল নৃগ রাজ, ইক্ষ্বাকুর পুত্র এবং দান ধ্যানের জন্য আমার সুখ্যাতি ছিল। বাস্তবিকই, আমি বহু ব্রাহ্মণকে অসংখ্য গাভী দান করেছিলাম। কিন্তু একবার এক উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের একটি গাভী আমার গোষ্ঠের মধ্যে বিচরণ করছিল। সেটি না বুঝে, আমি সেই গাভীটিকে অন্য এক ব্রাহ্মণকে দান করেছিলাম। যখন গাভীটির আগের মালিক দেখে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ সেই গাভীটিকে নিয়ে যাচ্ছে তখন প্রথম ব্রাহ্মণ গাভীটিকে নিজের বলে দাবী করে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক শুরু করে। কিছুক্ষণ ঝগড়া বিবাদ করার পরে তারা আমার কাছে আসে এবং আমি তাদের প্রত্যেককে সেই গাভীটির বিনিময়ে একলক্ষ গাভী গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই এবং অজানিতভাবে আমি যে অপরাধ করে ফেলেছি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু কোনও ব্রাহ্মণই আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেনি এবং ব্যাপারটি অমীমাংসিত থেকে যায়।

"এরপর অল্পকালের মধ্যে আমার মৃত্যু হয় এবং যমদূতেরা আমাকে যমরাজের দরবারে নিয়ে যায়। যম আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি প্রথমে কি করতে

চাই—আমার পাপ কর্মফলের জন্য দুঃখ ভোগ কিংবা পুণ্য কর্মফলের জন্য আনন্দ উপভোগ। আমি প্রথমে আমার পাপ কর্মফল ভোগ করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং তাই আমি একটি গিরগিটির দেহ ধারণ করেছিলাম।"

নৃগরাজ তাঁর কাহিনী বর্ণনা করার পরে, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে স্তব নিবেদন করে একটি দিব্য বিমানে আরোহণ করলে সেটি তাঁকে স্বর্গে নিয়ে চলে যায়।

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদবর্গ এবং জনসাধারণকে ব্রাহ্মণের সম্পদ অপহরণের বিপদ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করলেন। অবশেষে, শ্রীভগবান তাঁর প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

একদোপবনং রাজন্ জগ্মুর্যদুকুমারকাঃ ।
বিহর্তুং সাম্বপ্রদুম্নচারুভানুগদাদয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ—বদরায়ণ পুত্র (শুকদেব গোস্বামী); **উবাচ**—বলেন; **একদা**—একদিন; **উপবনম্**—উপবনে; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **জগ্মুঃ**—গমন করলেন; **যদু-কুমারকাঃ**—যদু বংশের বালকেরা; **বিহর্তুম্**—খেলা করার জন্য; **সাম্ব-প্রদ্যুম্ন-চারু-ভানু-গদ-আদয়ঃ**—সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু, ভানু, গদ ও অন্যান্যরা।

অনুবাদ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—হে রাজন, একদিন সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু, ভানু, গদ এবং যদু বংশের অন্যান্য বালকেরা খেলা করার জন্য একটি উপবনে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, নৃগরাজের কাহিনীটি গর্বোদ্ধত সকল রাজাদের সংযম শিক্ষা প্রদানের জন্য এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ঘটনাটির মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও যারা তাদের ধনৈশ্বর্যে গর্বিত হয়ে উঠেছে, তাদেরও সমুচিত শিক্ষা দিয়েছেন।

শ্লোক ২

ক্রীড়িত্বা সুচিরং তত্র বিচিন্বন্তঃ পিপাসিতাঃ ।
জলং নিরুদকে কূপে দদৃশুঃ সত্ত্বমদ্ভুতম্ ॥ ২ ॥

ক্রীড়িত্বা—খেলবার পর; সুচিরম্—অনেকক্ষণ; তত্র—সেখানে; বিচিন্বন্তঃ—খোঁজ করছিল; পিপাসিতাঃ—তৃষ্ণার্ত; জলম্—জল; নিরুদকে—জলহীন; কূপে—একটি কুয়োর মধ্যে; দদৃশুঃ—তারা দেখতে পেল; সত্ত্বম্—একটি প্রাণী; অদ্ভুতম্—অদ্ভুত।

অনুবাদ

অনেকক্ষণ খেলা করে, তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিল। তারা যখন জলের খোঁজ করছিল। তখন একটি শুকনো কুয়োর ভিতরে তাকিয়ে একটি অদ্ভুত প্রাণী দেখতে পেল।

শ্লোক ৩

কৃকলাসং গিরিনিভং বীক্ষ্য বিস্মিতমানসাঃ ।
তস্য চোদ্ধরণে যত্নং চক্রুস্তে কৃপয়ান্বিতাঃ ॥ ৩ ॥

কৃকলাসম্—গিরগিটি; গিরি—পাহাড়; নিভম্—সদৃশ; বীক্ষ্য—দেখে; বিস্মিত—অবাক; মানসাঃ—মনে; তস্য—তার; চ—এবং উদ্ধরণে—উদ্ধার করতে; যত্নম্—চেষ্টা; চক্রুঃ—করেছিল; তে—তারা; কৃপয়া অন্বিতাঃ—অনুকম্পা বোধ করার ফলে।

অনুবাদ

পাহাড়ের মতো এই গিরগিটিটাকে দেখে ছেলেরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার জন্য তাদের দুঃখ হল এবং তাকে কুয়ো থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করল।

শ্লোক ৪

চর্মজৈস্তান্তবৈঃ পাশৈর্বদ্ধা পতিতমর্ভকাঃ ।
নাশক্নুরন্ সমুদ্ধর্তুং কৃষ্ণায়াচখ্যুরুৎসুকাঃ ॥ ৪ ॥

চর্ম-জৈঃ—চামড়ার তৈরি; তান্তবৈঃ—এবং তন্তু জাত; পাশৈঃ—দড়ি দিয়ে; বদ্ধা—বেঁধে; পতিতম্—পড়ে থাকা প্রাণীটিকে; অর্ভকাঃ—ছেলেরা; ন অশক্নুরন্—তাঁরা পারল না; সমুদ্ধর্তুম্—তুলে আনতে; কৃষ্ণায়—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে; আচখ্যুঃ—তারা সব কথা জানাল; উৎসুকাঃ—উৎসুক হয়ে।

অনুবাদ

তারা চামড়ার ফিতা ও তারপর পাকানো দড়াদড়ি দিয়ে আটকে পড়া গিরগিটিটাকে বাঁধল, কিন্তু তবুও তাকে তুলতে পারল না। তাই শ্রীকৃষ্ণের কাছে তারা গেল এবং উত্তেজিত হয়ে প্রাণীটি সম্বন্ধে তাঁকে সব কথা বলল।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, এই অধ্যায়ে যদু বালকেরা এমন কি শ্রীপ্রদ্যুম্নও যেহেতু অনেক ছোট ছেলে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এটি অবশ্যই প্রারম্ভিক লীলাকাহিনী।

শ্লোক ৫

তত্রাগত্যারবিন্দাক্ষো ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ।
বীক্ষ্যোজ্জহার বামেন তং করেণ স লীলয়া ॥ ৫ ॥

তত্র—সেখানে; আগত্যা—গিয়ে; অরবিন্দ-অক্ষঃ—কমলনয়ন; ভগবান্—শ্রীভগবান; বিশ্ব—জগতের; ভাবনঃ—পালক; বীক্ষ্য—লক্ষ্য করে; উজ্জহার—তুলে আনলেন; বামেন—বাম; তম্—তাকে; করেণ—তাঁর হাত দিয়ে; সঃ—তিনি; লীলয়া—অবলীলাক্রমে।

অনুবাদ

জগতের পালক কমলনয়ন শ্রীভগবান কুয়োটির কাছে গেলেন এবং গিরগিটিটাকে দেখলেন। তারপর তাঁর বাম হাত দিয়ে অতি সহজেই তিনি সেটিকে তুলে আনলেন।

শ্লোক ৬

স উত্তমঃশ্লোককরাভিমৃষ্টো
বিহায় সদ্যঃ কৃকলাসরূপম্ ।
সন্তপ্তচামীকরচারুবর্ণঃ
স্বর্গ্যদ্ভুতালঙ্করণাম্বরস্রক্ ॥ ৬ ॥

সঃ—সে; উত্তমঃ-শ্লোক—মহিমাময় শ্রীভগবানের; কর—হাত দিয়ে; অভিমৃষ্টঃ—স্পর্শলাভে; বিহায়—পরিত্যাগ করে; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; কৃকলাস—গিরগিটির; রূপম্—আকৃতি; সন্তপ্ত—উত্তপ্ত; চামীকর—স্বর্ণের; চারু—সুন্দর; বর্ণঃ—বর্ণ; স্বর্গী—স্বর্গের এক বাসিন্দা; অদ্ভুত—অদ্ভুত; অলঙ্করণ—যার অলঙ্কারগুলি; অম্বর—বস্ত্র; স্রক্—এবং মাল্য।

অনুবাদ

মহিমান্বিত শ্রীভগবানের হাতের স্পর্শলাভে সেই প্রাণীটি তৎক্ষণাৎ তার গিরগিটি রূপ ত্যাগ করে এক স্বর্গবাসীর রূপ ধারণ করল। তার দেহ বর্ণ তপ্ত সুবর্ণের মতো এবং বিচিত্র অলঙ্কারাদি, বসন ভূষণ এবং পুষ্পমাল্যে সে শোভিত ছিল।

শ্লোক ৭

পপ্রচ্ছ বিদ্বানপি তন্নিদানং
জনেষু বিখ্যাপয়িতুং মুকুন্দঃ ।
কস্ত্বং মহাভাগ বরেণ্যরূপো
দেবোত্তমং ত্বাং গণয়ামি নূনম্ ॥ ৭ ॥

পপ্রচ্ছ—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; **বিদ্বান্**—সু-অবগত; **অপি**—যদিও; **তৎ**—এর; **নিদানম্**—কারণ; **জনেষু**—সাধারণ মানুষের মধ্যে; **বিখ্যাপয়িতুম্**—তা অবগত করানোর জন্য; **মুকুন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **কঃ**—কে; **ত্বম্**—আপনি; **মহা-ভাগ**—হে ভাগ্যবান; **বরেণ্য**—শ্রেষ্ঠ; **রূপঃ**—যার রূপ; **দেব-উত্তমম্**—উত্তম দেবতা; **ত্বাম্**—আপনি; **গণয়ামি**—আমি মনে করি; **নূনম্**—নিশ্চয়ই।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিস্থিতি সবই জানতেন, তবু জনসাধারণকে তা জানানোর জন্যই তিনি এইভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে মহাভাগ্যবান, আপনি কে? আপনার মনোহর রূপ দর্শন করে আমি মনে করি যে, আপনি অবশ্যই কোন মহান্ দেবতা হবেন।

শ্লোক ৮

দশামিমাং বা কতমেন কর্মণা
সম্প্রাপিতোঽস্যতদর্হঃ সুভদ্র ।
আত্মানমাখ্যাহি বিবিৎসতাং নো
যন্মন্যসে নঃ ক্ষমমত্র বক্তুম্ ॥ ৮ ॥

দশাম্—দশা; **ইমাম্**—এমন; **বা**—এবং; **কতমেন**—কোন্; **কর্মণা**—কর্ম দ্বারা; **সম্প্রাপিতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **অসি**—আপনি; **অতৎ-অর্হঃ**—এর অযোগ্য; **সুভদ্র**—হে সুভদ্র; **আত্মানম্**—আপনি; **আখ্যাহি**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **বিবিৎসতাম্**—জানতে আগ্রহী; **নঃ**—আমাদের; **যৎ**—যদি; **মন্যসে**—আপনি মনে করেন; **নঃ**—আমাদের; **ক্ষমম্**—যথার্থ; **অত্র**—এখানে; **বক্তুম্**—বলা।

অনুবাদ

"কোন্ অতীত কর্মের মাধ্যমে আপনি এই অবস্থায় উপনীত হয়েছেন? হে সুভদ্র, মনে হয় আপনি এমন দুর্ভাগ্যের যোগ্য নন। আমরা আপনার বিষয়ে জানতে আগ্রহী,—যদি, তা আমাদের বলার মতো স্থান-কাল আপনি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তা হলে দয়া করে আপনার সম্বন্ধে আমাদের অবগত করুন।"

শ্লোক ৯

শ্রীশুক উবাচ

ইতি স্ম রাজা সম্পৃষ্টঃ কৃষ্ণেনানন্তমূর্তিনা ।
মাধবং প্রণিপত্যাহ কিরীটেনার্কবর্চসা ॥ ৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **স্ম**—বস্তুত; **রাজা**—রাজা; **সম্পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **অনন্ত**—অনন্ত; **মূর্তিনা**—মূর্তি; **মাধবম্**—তাঁকে, শ্রীমাধব; **প্রণিপত্য**—প্রণাম নিবেদন করে; **আহ**—তিনি বললেন; **কিরীটেন**—তাঁর কিরীট দ্বারা; **অর্ক**—সূর্যের মতো; **বর্চসা**—যাঁর জ্যোতি।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে অনন্তমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নে সূর্যের মতো দীপ্তিমান কিরীটধারী রাজা ভগবান মাধবকে প্রণাম নিবেদন করে এইভাবে উত্তর প্রদান করলেন।

শ্লোক ১০

নৃগ উবাচ

নৃগো নাম নরেন্দ্রোঽহমিক্ষ্বাকুতনয়ঃ প্রভো ।
দানিষ্বাখ্যায়মানেষু যদি তে কর্ণমস্পৃশম্ ॥ ১০ ॥

নৃগঃ উবাচ—নৃগ রাজ বললেন; **নৃগঃ নাম**—নৃগ নামক; **নর-ইন্দ্রঃ**—নরপতি; **অহম্**—আমি; **ইক্ষ্বাকু-তনয়ঃ**—ইক্ষ্বাকুর পুত্র; **প্রভো**—হে প্রভু; **দানিষু**—দানশীল মানুষদের মধ্যে; **আখ্যায়মানেষু**—যখন বিবেচনা করা হয়; **যদি**—সম্ভবত; **তে**—আপনার; **কর্ণম্**—কর্ণ; **অস্পৃশম্**—আমি স্পর্শ করেছি।

অনুবাদ

নৃগ রাজ বললেন—ইক্ষ্বাকুর পুত্র আমি নৃগ নামে পরিচিত এক রাজা। হে প্রভু, দানশীল মানুষদের তালিকা ঘোষণার সময়ে সম্ভবত আপনি আমার কথা শুনেছিলেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গ এখানে উল্লেখ করছেন যে, "সম্ভবত আপনি আমার সম্বন্ধে শুনেছেন"—এই দ্বিধাগ্রস্ত ভাব অভিব্যক্ত হলেও—ইঙ্গিতটি এই যে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ১১

কিং নু তেঽবিদিতং নাথ সর্বভূতাত্মসাক্ষিণঃ ।
কালেনাব্যাহতদৃশো বক্ষ্যেঽথাপি তবাজ্ঞয়া ॥ ১১ ॥

কিম্—কি; **নু**—বস্তুত; **তে**—আপনার কাছে; **অবিদিতম্**—অজ্ঞাত; **নাথ**—হে নাথ; **সর্ব**—সকলের; **ভূত**—জীব; **আত্ম**—বুদ্ধির; **সাক্ষিণঃ**—সাক্ষীস্বরূপ; **কালেন**—কাল দ্বারা; **অব্যাহত**—অব্যাহত; **দৃশঃ**—যাঁর দৃষ্টি; **বক্ষ্যে**—আমি বলব; **অথ অপি**—তথাপি; **তব**—আপনার; **আজ্ঞয়া**—আজ্ঞাক্রমে।

অনুবাদ

হে নাথ, আপনার কাছে কিছু অজানা থাকতে পারে কি? কালের প্রভাব সত্ত্বেও আপনার অব্যাহত দৃষ্টির মাধ্যমে আপনি সকল জীবের হৃদয়ের সাক্ষী হয়ে আছেন। তথাপি আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি সবই বলব।

তাৎপর্য

যেহেতু ভগবান সমস্ত কিছুই অবগত, তাই তাঁকে কোন কিছুর সম্বন্ধে জানাবার প্রয়োজনই নেই। তবুও, ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই নৃগ রাজ বলবেন।

শ্লোক ১২

যাবত্যঃ সিকতা ভূর্মেযাবত্যো দিবি তারকাঃ ।
যাবত্যো বর্ষধারাশ্চ তাবতীরদদং স্ম গাঃ ॥ ১২ ॥

যাবত্যঃ—যতখানি; **সিকতাঃ**—বালুকণা; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **যাবত্যঃ**—যতখানি; **দিবি**—আকাশে; **তারকাঃ**—নক্ষত্ররাজি; **যাবত্যঃ**—যতখানি; **বর্ষ**—বর্ষার; **ধারাঃ**—ধারা; **চ**—এবং; **তাবতীঃ**—তত সংখ্যক; **অদদম্**—আমি দান করেছি; **স্ম**—প্রকৃতপক্ষে; **গাঃ**—গাভী।

অনুবাদ

পৃথিবীতে যত বালুকণা আছে, আকাশে যত নক্ষত্র আছে, অথবা বর্ষণ ধারায় যত জলবিন্দু থাকে, আমি ততগুলি গাভী দান করেছি।

তাৎপর্য

এখানে ভাবটি এই যে, রাজা অসংখ্য গাভী দান করেছেন।

শ্লোক ১৩

পয়স্বিনীস্তরুণীঃ শীলরূপ-
গুণোপপন্নাঃ কপিলা হেমশৃঙ্গীঃ ।

ন্যায়ার্জিতা রূপখুরাঃ সবৎসা
দুকূলমালাভরণা দদাবহম্ ॥ ১৩ ॥

পয়ঃ-বিনীঃ—দুগ্ধবতী; **তরুণীঃ**—তরুণী; **শীল**—সু-স্বভাবী; **রূপ**—রূপ; **গুণ**—এবং অন্যান্য গুণাবলী; **উপপন্নাঃ**—যুক্তা; **কপিলাঃ**—বাদামী; **হেম**—স্বর্ণ; **শৃঙ্গীঃ**—শৃঙ্গ বিশিষ্টা; **ন্যায়**—সদ্‌ভাবে; **অর্জিতাঃ**—উপার্জিতা; **রৌপ্য**—রৌপ্য; **খুরাঃ**—খুর বিশিষ্ট; **স-বৎসাঃ**—তাদের বৎসাদি সহ একত্রে; **দুকূল**—সুন্দর বস্ত্র; **মালা**—মাল্য সহ; **আভরণাঃ**—শোভিতা; **দদৌ**—দান করেছি; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

তরুণী, কপিলা, দুগ্ধবতী গাভী, যারা সৎ-স্বভাব, সুরূপা ও সদ্‌গুণাবলী যুক্তা, যারা সদ্‌ভাবে উপার্জিতা, এবং যারা স্বর্ণবদ্ধ শৃঙ্গবিশিষ্টা, রৌপ্যবদ্ধ খুর এবং সুন্দর অলঙ্কৃত বস্ত্র ও মাল্যে শোভিতা এই ধরনের সবৎসা গাভীগুলি আমি দান করেছিলাম।

শ্লোক ১৪-১৫

সুলঙ্কৃতেভ্যো গুণশীলবদ্ভ্যঃ
সীদৎকুটুম্বেভ্য ঋতব্রতেভ্যঃ ।
তপঃশ্রুতব্রহ্মবদান্যসদ্ভ্যঃ
প্রাদাং যুবভ্যো দ্বিজপুঙ্গবেভ্যঃ ॥ ১৪ ॥
গোভূহিরণ্যায়তনাশ্বহস্তিনঃ
কন্যাঃ সদাসীস্তিলরূপ্যশয্যাঃ ।
বাসাংসি রত্নানি পরিচ্ছদান্ রথান্
ইষ্টং চ যজ্ঞৈশ্চরিতং চ পূর্তম্ ॥ ১৫ ॥

সু—সু; **অলঙ্কৃতেভ্যঃ**—অলঙ্কৃত; **গুণ**—সদ্‌গুণাবলী; **শীল**—এবং স্বভাব; **বদ্ভ্যঃ**—যে অধিকারী; **সীদৎ**—পীড়িত; **কুটুম্বেভ্যঃ**—যার পরিবারবর্গ; **ঋত**—সত্যের প্রতি; **ব্রতেভ্যঃ**—উৎসর্গীকৃত; **তপঃ**—তপশ্চর্যার জন্য; **শ্রুত**—সুপরিচিত; **ব্রহ্ম**—বেদসমূহে; **বদান্য**—সুপণ্ডিত; **সদ্ভ্যঃ**—সাধুভাবাপন্ন; **প্রাদাম্**—আমি প্রদান করেছি; **যুবভ্যঃ**—তরুণ; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণদের; **পুঙ্গবেভ্যঃ**—বিশেষভাবে ব্যতিক্রমী; **গো**—গাভীগুলি; **ভূ**—ভূমি; **হিরণ্য**—স্বর্ণ; **আয়তন**—গৃহ; **অশ্ব**—অশ্ব; **হস্তিনঃ**—এবং হস্তীগুলি; **কন্যাঃ**—কন্যাদের; **স**—সহ; **দাসীঃ**—দাসী; **তিল**—তিল; **রূপ্য**—রৌপ্য; **শয্যাঃ**—এবং শয্যা; **বাসাংসি**—বসন; **রত্নানি**—রত্নরাজি; **পরিচ্ছদান্**—আসবাব পত্র;

রথান্—রথগুলি; **ইষ্টম্**—অনুষ্ঠিত পূজা; **চ**—এবং; **যজ্ঞৈঃ**—বৈদিক অগ্নি যজ্ঞাদি; **চরিতম্**—কৃত; **চ**—এবং; **পূর্তম্**—পুণ্যকর্ম।

অনুবাদ

আমি প্রথমে আমার দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণদের সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিত করার মাধ্যমে সম্মানিত করতাম। সেইসব অত্যন্ত উত্তম ব্রাহ্মণগণ ছিলেন তরুণ, সচ্চরিত্র ও বিবিধ গুণাবলীর অধিকারী এবং তাঁদের পরিবারবর্গ ছিল অভাবী। তাঁরা ছিলেন সত্যের প্রতি উৎসর্গীকৃত, তাঁদের তপশ্চর্যার জন্য সুপরিচিত, বৈদিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং তাঁদের আচরণে সাধুভাবাপন্ন। আমি তাঁদের গাভী, ভূমি, স্বর্ণ এবং বাসগৃহের সঙ্গে অশ্ব, হস্তী, ও দাসীসহ বিবাহযোগ্যা কন্যা এবং তিল, রৌপ্য, সুন্দর শয্যা, বসন ভূষণ, রত্ন সামগ্রী, আসবাব পত্র এবং অনেক রথও দান করতাম। অধিকন্তু, আমি বৈদিক যজ্ঞাদি সম্পাদন করেছি এবং বিবিধ প্রকার ধর্মীয় কল্যাণকর কাজকর্মও করেছি।

শ্লোক ১৬

কস্যচিদ্দ্বিজমুখ্যস্য ভ্রষ্টা গৌর্মম গোধনে ।
সম্পৃক্তাবিদুষা সা চ ময়া দত্তা দ্বিজাতয়ে ॥ ১৬ ॥

কস্যচিৎ—কোনও এক; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ; **মুখ্যস্য**—উচ্চ শ্রেণী; **ভ্রষ্টা**—হারানো; **গৌঃ**—একটি গাভী; **মম**—আমার; **গো-ধনে**—গোষ্ঠে; **সম্পৃক্তা**—মিশ্রিত হয়ে; **অবিদুষা**—অজানিতভাবে; **সা**—সে (গাভী); **চ**—এবং; **ময়া**—আমার দ্বারা; **দত্তা**—প্রদত্ত; **দ্বি-জাতয়ে**—(অন্য এক) ব্রাহ্মণকে।

অনুবাদ

একবার কোনও এক উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের একটি গাভী পথ ভুলে আমার গোষ্ঠে প্রবেশ করে। অজানিতভাবে আমি অন্য এক ব্রাহ্মণকে সেই গাভীটি দান করেছিলাম।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখানে *দ্বিজ-মুখ্য* 'উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ' কথাটি বোঝাচ্ছে—যিনি দান গ্রহণে বিরত হয়েছেন এবং তাই সেই গাভীটির বিনিময়ে অযথা এক লক্ষ গাভী গ্রহণ করতেও চাননি।

শ্লোক ১৭

তাং নীয়মানাং তৎস্বামী দৃষ্ট্বোবাচ মমেতি তম্ ।
মমেতি প্রতিগ্রাহ্যাহ নৃগো মে দত্তবানিতি ॥ ১৭ ॥

তাম্—সেই গাভীটি; **নীয়মানাম্**—নিয়ে যেতে; **তৎ**—তার; **স্বামী**—মালিক; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **উবাচ**—বলেন; **মম**—আমার; **ইতি**—এইভাবে; **তম্**—তাকে; **মম**—আমার; **ইতি**—এইভাবে; **পরিগ্রাহী**—যে উপহার গ্রহণ করেছিল; **আহ**—বললেন; **নৃগঃ**—নৃগরাজ; **মে**—আমাকে; **দত্তবান্**—দান করেছেন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

যখন গাভীটির প্রথম মালিক তাকে নিয়ে যেতে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, "এটি আমার?" দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ যিনি উপহার স্বরূপ গাভীটিকে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি উত্তর দিলেন, "না, এ আমার! নৃগ তাকে আমায় দান করেছেন।"

শ্লোক ১৮

বিপ্রৌ বিবদমানৌ মামূচতুঃ স্বার্থসাধকৌ ।
ভবান্ দাতাপহর্তেতি তচ্ছ্রুত্বা মেঽভবদ্ ভ্রমঃ ॥ ১৮ ॥

বিপ্রৌ—দুই ব্রাহ্মণ; **বিবদমানৌ**—বিবাদ মান; **মাম্**—আমাকে; **ঊচতুঃ**—বললেন; **স্ব**—তাঁদের নিজ; **অর্থ**—আগ্রহ; **সাধকৌ**—সাধনের জন্য; **ভবান্**—আপনি, মহাশয়; **দাতা**—দাতা; **অপহর্তা**—অপহরণকারী; **ইতি**—এইভাবে; **তৎ**—তা; **শ্রুত্বা**—শুনে; **মে**—আমার; **অভবৎ**—জেগেছিল; **ভ্রমঃ**—আতঙ্ক।

অনুবাদ

দুই ব্রাহ্মণ যখন তর্ক করছিলেন, তখন তাঁদের নিজ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় আমার কাছে এলেন। তাঁদের একজন বললেন, "আপনি আমাকে এই গাভী দান করেছিলেন", এবং অন্যজন বললেন, "কিন্তু আপনি তাকে আমার কাছ থেকে অপহরণ করেছেন।" এই শুনে আমি বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম।

শ্লোক ১৯-২০

অনুনীতাবুভৌ বিপ্রৌ ধর্মকৃচ্ছ্রগতেন বৈ ।
গবাং লক্ষং প্রকৃষ্টানাং দাস্যাম্যেষা প্রদীয়তাম্ ॥ ১৯ ॥
ভবন্তাবনুগৃহ্ণীতাং কিঙ্করস্যাবিজানতঃ ।
সমুদ্ধরতং মাং কৃচ্ছ্রাৎ পতন্তং নিরয়েঽশুচৌ ॥ ২০ ॥

অনুনীতৌ—অনুনয় করলাম; **উভৌ**—উভয়; **বিপ্রৌ**—দুই ব্রাহ্মণ; **ধর্ম**—ধর্মরক্ষার কর্তব্যে; **কৃচ্ছ্র**—সঙ্কট; **গতেন**—আমার কাছে উপস্থিত হলে; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **গবাম্**—গাভীদের; **লক্ষম্**—এক লক্ষ; **প্রকৃষ্টানাম্**—শ্রেষ্ঠ মানের; **দাস্যামি**—আমি প্রদান করব; **এষা**—এই; **প্রদীয়তাম্**—দয়া করে দিন; **ভবন্তৌ**—আপনারা দুজনে;

অনুগৃহ্ণীতাম্—দয়া করে কৃপা প্রদর্শন করুন; **কিঙ্করস্য**—আপনাদের সেবককে; **অবিজানতঃ**—অজানিত; **সমুদ্ধরতম্**—দয়া করে রক্ষা করুন; **মাম্**—আমাকে; **কৃচ্ছ্রাৎ**—ভয় হতে; **পতন্তম্**—পতিত হওয়ার; **নিরয়ে**—নরকে; **অশুচৌ**—অশুচি।

অনুবাদ

এই অবস্থায় আমার কর্তব্য বিষয়ে এক ভয়ানক সঙ্কটে পড়েছি বুঝতে পেরে, আমি সবিনয়ে দুই ব্রাহ্মণের কাছে অনুনয় করলাম, "আমি এই গাভীটির পরিবর্তে আপনাদের এক লক্ষ শ্রেষ্ঠ গাভী দান করব। দয়া করে তাকে আমায় ফিরিয়ে দিন। আপনাদের সেবকরূপে আমাকে আপনারা কৃপা করুন। আমি কি করেছি, তা বুঝতে পারিনি। এই কঠিন অবস্থা থেকে দয়া করে আমাকে রক্ষা করুন, নতুবা আমি নিশ্চিতরূপে অশুচি নরকে অধঃপতিত হব।

শ্লোক ২১

নাহং প্রতীচ্ছে বৈ রাজন্নিত্যুক্ত্বা স্বাম্যপাক্রমৎ ।
নান্যদ্ গবামপ্যযুতমিচ্ছামীত্যপরো যযৌ ॥ ২১ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **প্রতীচ্ছে**—চাই; **বৈ**—বস্তুত; **রাজন্**—হে রাজন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **স্বামী**—মালিক; **অপাক্রম্য**—চলে গেলেন; **ন**—না; **অন্যৎ**—অতিরিক্ত; **গবাম্**—গাভীদের; **অপি**—এমন কি; **অযুতম্**—দশ সহস্র; **ইচ্ছামি**—আমি চাই; **ইতি**—এইভাবে বলে; **অপরঃ**—অন্য (ব্রাহ্মণ); **যযৌ**—চলে গেলেন।

অনুবাদ

গাভীটির এখন যিনি মালিক, তিনি বললেন, "হে রাজন, এই গাভীর বিনিময়ে আমি অন্য কোন কিছু চাই না", এবং চলে গেলেন। অন্য ব্রাহ্মণও বলে দিলেন, "আপনি যা দিয়েছেন, তার চেয়ে আরও দশ হাজার বেশি গাভীও আমি চাই না, বলে তিনিও চলে গেলেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ভাষ্য প্রদান করছেন, "রাজার প্রস্তাবে অসম্মত হয়ে দুই ব্রাহ্মণই তাঁদের বিধিসঙ্গত মর্যাদার অবমাননা করা হয়েছে ভেবে, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যান।"

শ্লোক ২২

এতস্মিন্নন্তরে যাম্যৈর্দূতৈর্নীতো যমক্ষয়ম্ ।
যমেন পৃষ্টস্তত্রাহং দেবদেব জগৎপতে ॥ ২২ ॥

এতস্মিন্—এর ফলে; **অন্তরে**—সুযোগে; **যমৈঃ**—যমরাজের; **দূতৈঃ**—দূতেরা; **নীতঃ**—নিয়ে গেল; **যম-ক্ষয়ম্**—যমরাজের আলয়ে; **যমেন**—যমরাজ দ্বারা; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত; **তত্র**—সেখানে; **অহম্**—আমি; **দেব-দেব**—হে দেবেশ্বর; **জগৎ**—জগতের; **পতে**—হে নাথ।

অনুবাদ

হে দেবেশ্বর, হে জগন্নাথ, এইভাবে সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার অবকাশে যম দূতেরা আমাকে যমালয়ে নিয়ে গেল। সেখানে যমরাজ স্বয়ং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে, এযাবৎ রাজার ফলাশ্রিত যাবতীয় কাজকর্মে কোনও ত্রুটি হত না। কিন্তু এখন এক অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে এবং তাই রাজার মৃত্যু হলে, যমদূতেরা তাঁকে যমরাজের সংযমনী ভবনে নিয়ে গেল।

শ্লোক ২৩

পূর্বং ত্বমশুভং ভুঙ্ক্ষ উতাহো নৃপতে শুভম্ ।
নান্তং দানস্য ধর্মস্য পশ্যে লোকস্য ভাস্বতঃ ॥ ২৩ ॥

পূর্বম্—প্রথমে; **ত্বম্**—তুমি; **অশুভম্**—অশুভ কর্মফল; **ভুঙ্ক্ষে**—ভোগ করতে চাও; **উত আহ উ**—অথবা; **নৃপতে**—হে রাজন; **শুভম্**—পুণ্য কর্মফল; **ন**—না; **অন্তম্**—শেষ; **দানস্য**—দানের; **ধর্মস্য**—ধর্ম; **পশ্যে**—আমি দেখি; **লোকস্য**—জগতের; **ভাস্বতঃ**—উজ্জ্বল।

অনুবাদ

[যমরাজ বললেন—] হে রাজন, তুমি কি প্রথমে তোমার পাপের ফল ভোগ করতে চাও, কিংবা তোমার সমস্ত ধর্মকর্মের ফল ভোগ করবে? বাস্তবিকই, তোমার কর্তব্যনিষ্ঠ দানের তথা ফলস্বরূপ আনন্দোজ্জ্বল স্বর্গসুখ ভোগের কোনই অন্ত দেখছি না।

শ্লোক ২৪

পূর্বং দেবাশুভং ভুঞ্জ ইতি প্রাহ পতেতি সঃ ।
তাবদদ্রাক্ষমাত্মানং কৃকলাসং পতন্ প্রভো ॥ ২৪ ॥

পূর্বম্—প্রথমে; **দেব**—হে ভগবান; **অশুভম্**—পাপ কর্মফলের; **ভুঞ্জে**—আমি ভোগ করব; **ইতি**—এইভাবে বলে; **প্রাহ**—বললেন; **পত**—পতিত হও; **ইতি**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি; **তাবৎ**—তৎক্ষণাৎ; **অদ্রাক্ষম্**—আমি দেখলাম; **আত্মানম্**—নিজেকে; **কৃকলাসম্**—গিরগিটি; **পতন্**—পতন কালে; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

আমি উত্তর দিলাম, "প্রথমে, হে প্রভু, আমাকে পাপ কর্মফল ভোগ করতে দিন, এবং যমরাজ বললেন, "তা হলে পতন হোক।" তৎক্ষণাৎ আমার পতন হল, এবং হে প্রভু, পতন কালে আমি নিজেকে একটি গিরগিটি হয়ে যেতে দেখলাম।

শ্লোক ২৫

ব্রহ্মণ্যস্য বদান্যস্য তব দাসস্য কেশব ।
স্মৃতির্নাদ্যাপি বিধ্বস্তা ভবৎসন্দর্শনার্থিনঃ ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মণ্যস্য—ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তিপরায়ণ; **বদান্যস্য**—বদান্য; **তব**—আপনার; **দাসস্য**—দাসের; **কেশব**—হে কৃষ্ণ; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি; **ন**—না; **অদ্য**—আজকে; **অপি**—এমন কি; **বিধ্বস্তা**—নষ্ট; **ভবৎ**—আপনার; **সন্দর্শন**—দর্শনার্থী; **অর্থিনঃ**—যে লালায়িত।

অনুবাদ

হে কেশব, আপনার দাস রূপে আমি ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং তাঁদের অকাতরে দান করতাম এবং আমি নিয়ত আপনার দর্শনলাভের উৎসুক হয়ে থাকতাম। তাই, এখনও আমার অতীত জীবন আমি বিস্মৃত হইনি।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকের ভাষ্য এইভাবে প্রদান করেছেন "যেহেতু নৃগরাজ অকুণ্ঠভাবে ব্যক্ত করেছিলেন যে, তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল—প্রধানত, ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি, এবং দানশীলতা—স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি নিতান্তই এই সকল গুণাবলীর আংশিক অধিকারী ছিলেন, কারণ যিনি বাস্তবিকই শুদ্ধচিত্ত, তিনি কখনই তা সদম্ভে বলেন না। এটাও সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, নৃগরাজ অন্য কোনও লক্ষ্যের স্বার্থেই সেই দানশীলতাকে বিবেচনা করতেন। তাই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কখনই শুদ্ধ-ভক্তি যথার্থভাবে উপলব্ধি করেননি। বিধিবদ্ধ জীবনচর্যার স্তরেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে অম্বরীষ মহারাজের কাছে শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে থাকতেন, নৃগরাজের জীবনে শ্রীকৃষ্ণ তেমন একাগ্র লক্ষ্য ছিলেন না। দুর্বাসা মুনি যখন অম্বরীষ মহারাজের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তখন অম্বরীষ মহারাজ যেভাবে বিষম বিপত্তি অতিক্রম করেছিলেন, নৃগরাজকে তেমনভাবে সঙ্কটমুক্ত হতেও তো আমরা দেখি না। তবুও, আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, নৃগরাজ যেহেতু যেভাবেই হোক, শ্রীভগবানকে দর্শন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাই নিশ্চয়ই ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবানের সঙ্গ লাভের আকাঙ্ক্ষা করার মতো সদ্‌গুণ তাঁর ছিল।"

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উপরোক্ত বিশ্লেষণটি দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন—"মোটের উপর, নৃগরাজের মনে কৃষ্ণভাবনার বিকাশ ঘটেনি। কৃষ্ণভাবনাময় মানুষের মধ্যে ভগবৎপ্রেম তথা কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়—পুণ্য কর্ম বা পাপ কর্মে সে অনুরাগী হয় না। এই জন্যই কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ তার ঐসব কর্মফলের অধীন হয় না। *ব্রহ্মসংহিতায়* তাই প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীভগবানের অনুকম্পায় ভগবদ্ভক্ত তার প্রারব্ধ কর্মফলের অধীন হয় না।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই ভাষ্য নিবেদন করেছেন—"যখন নৃগ 'যে আপনার দর্শনের জন্য লালায়িত' কথাটি উল্লেখ করলেন, তখন নৃগরাজ কোনও এক মহান ভক্তের সঙ্গে তাঁর একবার সাক্ষাৎ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই ভক্তটি ভগবানের এক পরম সুন্দর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মন্দির গঠনে অত্যন্ত আগ্রহী হয়েছিলেন এবং তিনি *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* মতো শাস্ত্র গ্রন্থের প্রতিলিপিও চেয়েছিলেন। অত্যন্ত উদার ভাবে নৃগ এইসমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করেছিলেন এবং ভক্ত এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি রাজাকে আশীর্বাদ করলেন—'হে রাজন, আপনি যেন শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করেন।' সেই সময় থেকে, নৃগ শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য লালায়িত হয়েছিলেন।"

শ্লোক ২৬

স ত্বং কথং মম বিভোঽক্ষিপথঃ পরাত্মা
যোগেশ্বরৈঃ শ্রুতিদৃশামলহৃদ্বিভাব্যঃ ।
সাক্ষাদধোক্ষজ উরুব্যসনান্ধবুদ্ধেঃ
স্যান্মেঽনুদৃশ্য ইহ যস্য ভবাপবর্গঃ ॥ ২৬ ॥

সঃ—তিনি; **ত্বম্**—আপনি; **কথম্**—কিভাবে; **মম**—আমাকে; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান; **অক্ষি-পথঃ**—দৃষ্টিগোচর; **পর-আত্মা**—পরমাত্মা; **যোগ**—যোগের; **ঈশ্বরৈঃ**—ঈশ্বর দ্বারা; **শ্রুতি**—শাস্ত্রের; **দৃশা**—চক্ষু দ্বারা; **অমল**—নির্মল; **হৃৎ**—তাদের হৃদয় মধ্যে; **বিভাব্যঃ**—ধ্যানস্থ হয়ে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্টিগোচর; **অধোক্ষজ**—হে চিন্ময় ভগবান, যাকে জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন করা যায় না; **উরু**—দুঃসহ; **ব্যসন**—দুঃখ দ্বারা; **অন্ধ**—অন্ধ; **বুদ্ধেঃ**—যার বুদ্ধি; **স্যাৎ**—তা হতে পারে; **মে**—আমার জন্য; **অনুদৃশ্যঃ**—প্রত্যক্ষীভূত; **ইহ**—এই জগতে; **যস্য**—যার; **ভব**—জাগতিক জীবনের; **অপবর্গঃ**—নাশ হয়।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান, এখানে আমার সামনে আমার দু'নয়ন আপনাকে দর্শন করছে, এটা কিভাবে সম্ভব হল? আপনি পরমাত্মা, যাকে মহা-যোগেশ্বরগণ তাঁদের শুদ্ধ-অন্তরে কেবলমাত্র চিন্ময় বেদনয়নের মাধ্যমেই ধ্যান করেন। তা হলে, হে অধোক্ষজ, জাগতিক জীবনের দুঃসহ দুর্বিপাকে আমার বুদ্ধি অক্ষম হয়ে পড়লেও কিভাবে আপনি প্রত্যক্ষরূপে আমার দৃষ্টি গোচর হলেন? যিনি এই পৃথিবীতে তাঁর জড় জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করেছেন, কেবলমাত্র তিনিই তো আপনাকে দর্শনে সমর্থ হন।

তাৎপর্য

গিরগিটির শরীরের মধ্যে থেকে নৃগরাজ তাঁর পূর্ব জীবন স্মরণ করতে পারছিলেন। আর এখন, শ্রীভগবানকে দর্শন করার সুযোগ পেয়ে, তিনি বুঝতে পারলেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে তিনি বিশেষ কৃপা লাভ করেছেন।

শ্লোক ২৭-২৮

দেবদেব জগন্নাথ গোবিন্দ পুরুষোত্তম ।
নারায়ণ হৃষীকেশ পুণ্যশ্লোকাচ্যুতাব্যয় ॥ ২৭ ॥
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ যান্তং দেবগতিং প্রভো ।
যত্র ক্বাপি যতশ্চেতো ভূয়ান্মে ত্বৎপদাস্পদম্ ॥ ২৮ ॥

দেব-দেব—হে দেবদেব; **জগৎ**—জগতের; **নাথ**—হে নাথ; **গোবিন্দ**—হে গোবিন্দ; **পুরুষ-উত্তম**—হে পুরুষোত্তম; **নারায়ণ**—হে সর্বজীবের মূল; **হৃষীকেশ**—হে ইন্দ্রিয় সমূহের অধীশ্বর; **পুণ্য-শ্লোক**—যিনি অপ্রাকৃত কাব্যে বন্দিত হয়েছেন; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **অব্যয়**—হে অক্ষয়; **অনুজানীহি**—দয়া করে আমাকে অনুমতি করুন; **মাম্**—আমাকে; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **যান্তম্**—গমন করছি; **দেব-গতিম্**—দেবতাদের জগতে; **প্রভো**—হে প্রভু; **যত্র ক্ব অপি**—যেখানেই; **সতঃ**—বাস করি; **চেতঃ**—চিত্ত; **ভূয়াৎ**—হউক; **মে**—আমার; **ত্বৎ**—আপনার; **পদ**—পাদদ্বয়ের; **আস্পদম্**—যাঁর আশ্রয়।

অনুবাদ

হে দেবদেব, জগন্নাথ, গোবিন্দ, পুরুষোত্তম, নারায়ণ, হৃষীকেশ, পুণ্যশ্লোক, অচ্যুত, অব্যয়! হে কৃষ্ণ, দয়া করে আমায় দেবলোকে গমনের অনুমতি প্রদান করুন। আমি যেখানেই বাস করি, হে প্রভু, আমার মন যেন সর্বদা আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের ভাষ্য প্রদান করেছেন—শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করে নৃগরাজের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল, তাই দাস্যের মর্যাদা লাভ করে তিনি যথাযথভাবে ভগবানের নাম কীর্তন করার মাধ্যমে তাঁর বন্দনা করেছিলেন এবং প্রস্থানের জন্য ভগবানের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনার মূল ভাব ছিল এরকম—'আপনি দেবদেব, দেবতাদেরও ঈশ্বর, এবং জগন্নাথ, জগতের নাথ, তাই কৃপা করে আমারও প্রভু হোন। হে গোবিন্দ, যে কৃপাদৃষ্টি আপনি গাভীদের মোহিত করার জন্য প্রয়োগ করেন, সেই একই কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমাকে আপনার নিজ সম্পদ করে নিন। আপনি তা করতে পারেন কারণ আপনি পুরুষোত্তম, ভগবানের পরম রূপ। হে নারায়ণ, যেহেতু আপনি জীবের মূল স্বরূপ, তাই আমি অসৎ জীব হলেও কৃপা করে আমার সহায় হোন। হে হৃষীকেশ, কৃপা করে আমার ইন্দ্রিয়গুলি আপনারই নিজের সম্পদ করে নিন। হে পুণ্যশ্লোক, এখন আপনি নৃগ উদ্ধারকরূপে খ্যাত হয়েছেন। হে অচ্যুত, কৃপা করে আমার মন থেকে কখনও হারিয়ে যাবেন না। হে অব্যয়, আপনি কখনই আমার মনে ক্ষীণ হবেন না।" এইভাবে মহান ভাগবত ভাষ্যকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকগুলির তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ২৯

নমস্তে সর্বভাবায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে ।
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় যোগানাং পতয়ে নমঃ ॥ ২৯ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **সর্ব-ভাবায়**—সকল জীবের উৎস; **ব্রহ্মণে**—পরম ব্রহ্ম; **অনন্ত**—অনন্ত; **শক্তয়ে**—শক্তিসমূহের অধিকারী; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **বাসুদেবায়**—বসুদেবের পুত্র; **যোগানাম্**—যোগের সকল পন্থার; **পতয়ে**—শ্রীভগবানকে; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি।

অনুবাদ

বসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, আপনাকে আমি বারম্বার আমার প্রণতি নিবেদন করি। আপনি সকল জীবের উৎস, পরম ব্রহ্ম, অনন্ত শক্তিরাশির অধিকারী, যোগের সকল পন্থার অধীশ্বর।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী মন্তব্য করেছেন যে, ব্রহ্মন্—অর্থাৎ পরম সত্য—যিনি সমস্ত কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করা সত্ত্বেও তাঁর অনন্ত শক্তির কোনও হ্রাসবৃদ্ধি বা পরিবর্তন

হয় না। নৃগরাজ এখানে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করছেন। সেই অতীত কাল হতে ভগবান কিভাবে সকল সৃষ্টিকার্য সাধন করা সত্ত্বেও অপরিবর্তনীয় রূপে নিয়ে বিরাজ করতে পারেন, সেই প্রশ্নে পাশ্চাত্যের দার্শনিকেরা বিহ্বল হয়েছেন। শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, এখানে *অনন্ত-শক্তয়ে* শব্দটির মাধ্যমে এই সন্দেহের উত্তর প্রদান করা হয়েছে, যা শ্রীভগবানকে 'অনন্ত শক্তির অধিকারী' রূপে বর্ণনা করছে। এইভাবে শ্রীভগবান তাঁর অনন্ত শক্তিরাশির মাধ্যমে, তাঁর মূল প্রকৃতির পরিবর্তন না করে, অসংখ্য ক্রিয়াকর্ম সাধন করতে পারেন।

জীবনের পরম লক্ষ্য এবং নিত্য আনন্দময় রূপের অধিকারী শ্রীকৃষ্ণকে নৃগরাজ আবার তাঁর প্রণাম নিবেদন করেছেন। *মহাভারতের* (উদ্যোগ পর্ব ৭১/৪) একটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নামের বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর *চৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থের (মধ্য ৯/৩০) তাৎপর্যে উদ্ধৃত করেছেন—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ ।
তয়োর ঐক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্য অভিধীয়তে ॥

"*কৃষ্* শব্দটি শ্রীভগবানের অস্তিত্বের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যমূলক এবং *ণ* অর্থ 'চিন্ময় আনন্দ"। যখন *কৃষ্* ক্রিয়াটি *ণ*-এর সঙ্গে যুক্ত হয়, তা হয় *কৃষ্ণ*, যা পরম ব্রহ্ম বোঝায়।"

নৃগরাজ শ্রীভগবানের একান্ত সঙ্গ থেকে বিদায় গ্রহণ করার পূর্ব মুহূর্তে উল্লিখিত প্রার্থনাটি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

ইত্যুক্ত্বা তং পরিক্রম্য পাদৌ স্পৃষ্ট্বা স্বমৌলিনা ।
অনুজ্ঞাতো বিমানাগ্র্যমারুহৎ পশ্যতাং নৃণাম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলা হলে; **তম্**—তাঁকে; **পরিক্রম্য**—পরিক্রমা করে; **পাদৌ**—তাঁর শ্রীচরণ; **স্পৃষ্ট্বা**—স্পর্শ করে; **স্ব**—তাঁর; **মৌলিনা**—মুকুট দ্বারা; **অনুজ্ঞাতঃ**—অনুজ্ঞা ক্রমে; **বিমান**—দিব্য বিমান; **অগ্র্যম্**—উত্তম; **আরুহৎ**—আরোহণ করলেন; **পশ্যতাম্**—তাঁদের সমক্ষে; **নৃণাম্**—মনুষ্য।

অনুবাদ

এই বলে, নৃগরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং শ্রীভগবানের শ্রীচরণে তাঁর মুকুট স্পর্শ করালেন। বিদায় গ্রহণের অনুমতি লাভ করে নৃগরাজ অতঃপর সমবেত সকলের সামনে একটি অপূর্ব দিব্য বিমানে আরোহণ করলেন।

শ্লোক ৩১

কৃষ্ণঃ পরিজনং প্রাহ ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
ব্রহ্মণ্যদেবো ধর্মাত্মা রাজন্যাননুশিক্ষয়ন্ ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **পরিজনম্**—তাঁর নিজ পার্ষদবর্গ; **প্রাহ**—বললেন; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **দেবকী-সুতঃ**—দেবকীর পুত্র; **ব্রহ্মণ্য**—ব্রাহ্মণদের ভক্ত; **দেবঃ**—ভগবান; **ধর্ম**—ধর্মের; **আত্মা**—আত্মা; **রাজন্যান্**—রাজন্যগণ; **অনুশিক্ষয়ন্**—শিক্ষা প্রদানের জন্য।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান—শ্রীকৃষ্ণ, দেবকীনন্দন—যিনি বিশেষভাবে ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুরক্ত এবং যিনি ধর্মাত্মা, তিনি তখন তাঁর পরিজনদের বললেন এবং এইভাবে সাধারণভাবে রাজন্যবর্গকে উপদেশ প্রদান করলেন।

শ্লোক ৩২

দুর্জরং বত ব্রহ্মস্বং ভুক্তমগ্নের্মনাগপি ।
তেজীয়সোঽপি কিমুত রাজ্ঞাং ঈশ্বরমানিনাম্ ॥ ৩২ ॥

দুর্জরম্—আত্মসাৎ করতে পারে না; **বত**—বস্তুত; **ব্রহ্ম**—কোনও ব্রাহ্মণের; **স্বম্**—সম্পত্তি; **ভুক্তম্**—ভোগ করে; **অগ্নেঃ**—অগ্নির চেয়ে; **মনাক্**—অল্প; **অপি**—ও; **তেজীয়সঃ**—তেজস্বী; **অপি**—এমন কি; **কিম্ উত**—আর কি বলা চলে; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **ঈশ্বর**—নিয়ন্তাগণ; **মানিনাম্**—যারা নিজেদের মনে করে।

অনুবাদ

[ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] অগ্নির চেয়েও তেজস্বী কোনও মানুষ যদি ব্রাহ্মণের সম্পদ ভোগ করে, তবে তা সামান্য পরিমাণে হলেও, আত্মসাৎ করা কত দুঃসাধ্য হয়! তা হলে যে সব রাজারা নিজেদের সর্বময় প্রভু বলে মনে করে, তারা এই সব ব্রাহ্মণের ধন ভোগ করার চেষ্টা করলে কি হতে পারে, তা নিয়ে আর বলার কী আছে!

তাৎপর্য

এমনকি যারা তপশ্চর্যা যোগাভ্যাস এবং অন্যকিছুর সাহায্যে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তারাও কোনও ব্রাহ্মণের কাছ থেকে অপহৃত সম্পদ ভোগ করতে পারে না, এবং তা হলে অন্যদের কথা আর কী বলার আছে!

শ্লোক ৩৩

নাহং হালাহলং মন্যে বিষং যস্য প্রতিক্রিয়া ।
ব্রহ্মস্বং হি বিষং প্রোক্তং নাস্য প্রতিবিধির্ভুবি ॥ ৩৩ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **হালাহলম্**—হালাহল নামে বিষ, যা পান করেও প্রমত্ত হয়ে ওঠেননি বলে শিব বিখ্যাত হয়েছেন; **মন্যে**—আমি বিবেচনা করি; **বিষম্**—বিষ; **যস্য**—যার; **প্রতিক্রিয়া**—প্রতিক্রিয়া; **ব্রহ্ম-স্বম্**—ব্রাহ্মণের সম্পদ; **হি**—বস্তুত; **বিষম্**—বিষ; **প্রোক্তম্**—কথিত; **ন**—না; **অস্য**—এর জন্য; **প্রতিবিধিঃ**—প্রতিবিধান; **ভুবি**—জগতে।

অনুবাদ

হালাহলকে আমি প্রকৃত বিষ বলে মনে করি না, কারণ এর প্রতিবিধান রয়েছে। কিন্তু কোনও ব্রাহ্মণের সম্পদ অপহৃত হলে, তাকে বাস্তবিকই বিষ বলা যেতে পারে, কারণ জগতে এর কোন প্রতিবিধান নাই।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণের সম্পদ-সম্পত্তি উপভোগ করবে মনে করে, যে তা আত্মসাৎ করে, প্রকৃতপক্ষে সে অত্যন্ত মারাত্মক বিষ গ্রহণ করে।

শ্লোক ৩৪

হিনস্তি বিষমত্তারং বহ্নিরদ্ভিঃ প্রশাম্যতি ।
কুলং সমূলং দহতি ব্রহ্মস্বারণিপাবকঃ ॥ ৩৪ ॥

হিনস্তি—বিনষ্ট করে; **বিষম্**—বিষ; **অত্তারম্**—যে ভক্ষণ করে; **বহ্নিঃ**—অগ্নি; **অদ্ভিঃ**—জল দ্বারা; **প্রশাম্যতি**—নির্বাপিত হয়; **কুলম্**—কারও পরিবার; **স-মূলম্**—সমূলে; **দহতি**—দগ্ধ করে; **ব্রহ্ম-স্ব**—ব্রাহ্মণের সম্পদ সম্পত্তি; **অরণি**—জ্বালানী কাঠ; **পাবকঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

বিষ যে ভক্ষণ করে, কেবল তাকেই নাশ করে, এবং সাধারণ আগুন জল দিয়েই নেভানো যেতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণের সম্পদ-সম্পত্তি অপহৃত হলে তা জ্বালানী কাঠ থেকে উৎপন্ন অগ্নির মতো অপহরণকারীর সমগ্র পরিবারকে সমূলে দগ্ধ করে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্রাহ্মণের সম্পদ-সম্পত্তি অপহরণের ফলে প্রজ্বলিত অগ্নিকে প্রাচীন বৃক্ষকোটরের মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির সঙ্গে তুলনা করছেন। এই

ধরনের আগুন প্রচুর বৃষ্টিপাতের জলেও নেভানো যেতে পারে না। বরং তা ভিতর থেকে সর্বত্র, এমন কি মাটির নিচে শিকড়ের শেষ পর্যন্ত সমগ্র গাছটিকেই দগ্ধ করে। তেমনই, ব্রাহ্মণের সম্পদ-সম্পত্তি অপহরণের ফলে প্রজ্বলিত অগ্নি অত্যন্ত মারাত্মক এবং তা সর্বপ্রকারেই পরিহার করা উচিত।

শ্লোক ৩৫

ব্রহ্মস্বং দুরনুজ্ঞাতং ভুক্তং হন্তি ত্রিপূরুষম্ ।
প্রসহ্য তু বলাদ্ ভুক্তং দশ পূর্বান্ দশাপরান্ ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্ম-স্বম্—ব্রাহ্মণের সম্পত্তি; **দুরনুজ্ঞাতম্**—যথাযথ অনুমোদিত নয়; **ভুক্তম্**—ভোক্তার; **হন্তি**—বিনাশ করে; **ত্রি**—তিন; **পূরুষম্**—পুরুষাদি; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **তু**—কিন্তু; **বলাৎ**—বহির্শক্তি আশ্রিত (শাসক সরকারের, ইত্যাদি); **ভুক্তম্**—ভোক্তার; **দশ**—দশ; **পূর্বান্**—পূর্ববর্তী; **দশ**—দশ; **অপরান্**—পরবর্তী।

অনুবাদ

যথাযথ অনুমতি গ্রহণ না করে যদি কেউ ব্রাহ্মণের সম্পত্তি ভোগ করে, তবে সেই সম্পত্তি তার পরিবারের তিন পুরুষ বংশ বিনষ্ট করে। কিন্তু যদি সে তা বলপূর্বক গ্রহণ করে অথবা সরকার বা অন্য বহিরাগতের সাহায্যে তাকে অপহরণ করে, তা হলে তার দশ পূর্বপুরুষ ও দশ উত্তর পুরুষ সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, *ত্রি-পুরুষ* বলতে নিজেকে, নিজ পুত্রকে এবং নিজ পৌত্রকে বোঝায়।

শ্লোক ৩৬

রাজানো রাজলক্ষ্ম্যান্ধা নাত্মপাতং বিচক্ষতে ।
নিরয়ং যেঽভিমন্যন্তে ব্রহ্মস্বং সাধু বালিশাঃ ॥ ৩৬ ॥

রাজানঃ—রাজকীয় শ্রেণীর সদস্যরা; **রাজ**—রাজ; **লক্ষ্ম্যা**—ঐশ্বর্য দ্বারা; **অন্ধাঃ**—অন্ধ হয়ে; **ন**—করে না; **আত্ম**—তাদের নিজ; **পাতম্**—পতন; **বিচক্ষতে**—পূর্ব হতে বিচার করে; **নিরয়ম্**—নরক; **যে**—যে; **অভিমন্যন্তে**—লালায়িত; **ব্রহ্ম-স্বম্**—ব্রাহ্মণের সম্পত্তির; **সাধু**—সম্যক্; **বালিশাঃ**—মূর্খের মতো।

অনুবাদ

রাজন্যবর্গ তাদের রাজকীয় ঐশ্বর্যে অন্ধ হয়ে নিজেদের অধঃপতন আগে থেকে বুঝতে পারে না। মূর্খের মতো ব্রাহ্মণের ধন-সম্পত্তি উপভোগের জন্য লালায়িত হয়ে, তারা প্রকৃতপক্ষে নরক গমনেরই অভিলাষ করে।

শ্লোক ৩৭-৩৮

গৃহ্ণন্তি যাবতঃ পাংশূন্ ক্রন্দতামশ্রুবিন্দবঃ ।
বিপ্রাণাং হৃতবৃত্তীনাং বদান্যানাং কুটুম্বিনাম্ ॥ ৩৭ ॥
রাজানো রাজকুল্যাশ্চ তাবতোঽব্দান্নিরঙ্কুশাঃ ।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে ব্রহ্মদায়াপহারিণঃ ॥ ৩৮ ॥

গৃহ্ণন্তি—স্পর্শ করে; **যাবতঃ**—যত সংখ্যক; **পাংশূন্**—ধূলিকণা; **ক্রন্দতাম্**—ক্রন্দনরত; **অশ্রু-বিন্দবঃ**—অশ্রুবিন্দু; **বিপ্রাণাম্**—ব্রাহ্মণদের; **হৃত**—অপহৃত; **বৃত্তীনাম্**—বৃত্তি; **বদান্যানাম্**—উদার; **কুটুম্বিনাম্**—পরিবার বিশিষ্ট; **রাজানঃ**—রাজারা; **রাজ-কুল্যাঃ**—রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যেরা; **চ**—ও; **তাবতঃ**—তত; **অব্দান্**—বৎসর; **নিরঙ্কুশাঃ**—অনিয়ন্ত্রিত; **কুম্ভী-পাকেষু**—কুম্ভীপাক নামে পরিচিত নরকে; **পচ্যন্তে**—তারা পাক হয়; **ব্রহ্মদায়**—ব্রাহ্মণগণের অংশের; **অপহারিণঃ**—অপহরণকারীরা।

অনুবাদ

যাদের সম্পত্তি অপহৃত হয়েছে এবং যারা পরিবারভারগ্রস্ত, যেই সকল উদার ব্রাহ্মণগণের অশ্রুর স্পর্শলাভ করে যত ধূলিকণা, তত বছরের জন্য ব্রাহ্মণের সম্পত্তি অপহরণকারী, অসংযত রাজারা তাদের রাজপরিবার সহ কুম্ভীপাক নামে নরকে পাক হবে।

শ্লোক ৩৯

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেচ্চ যঃ ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥ ৩৯ ॥

স্ব—নিজ দ্বারা; **দত্তাম্**—প্রদত্ত; **পর**—অন্যের দ্বারা; **দত্তাম্**—প্রদত্ত; **বা**—বা; **ব্রহ্ম-বৃত্তিম্**—এক ব্রাহ্মণের সম্পত্তি; **হরেৎ**—হরণ করে; **চ**—এবং; **যঃ**—যে; **ষষ্টি**—ষাট; **বর্ষ**—বর্ষের; **সহস্রাণি**—সহস্র; **বিষ্ঠায়াম্**—বিষ্ঠা মধ্যে; **জায়তে**—জন্ম গ্রহণ করে; **কৃমিঃ**—কৃমি রূপে।

অনুবাদ

নিজের উপহারই হোক অথবা অন্য কারও উপহারই হোক, যে ব্যক্তি কোনও ব্রাহ্মণের ধন-সম্পত্তি অপহরণ করে, সে বিষ্ঠার মধ্যে কৃমি রূপে ষাট হাজার বছর জন্ম নিয়ে থাকে।

শ্লোক ৪০

ন মে ব্রহ্মধনং ভূয়াদ্‌যদ্ গৃধ্বাল্পায়ুষো নরাঃ ।
পরাজিতাশ্চ্যুতা রাজ্যাদ্ ভবন্ত্যুদ্বেজিনোঽহয়ঃ ॥ ৪০ ॥

ন—না; **মে**—আমাকে; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণের; **ধনম্**—ধন; **ভূয়াৎ**—যেন আসে; **যৎ**—যা; **গৃধ্বা**—আকাঙ্ক্ষা করে; **অল্প-আয়ুষঃ**—স্বল্পায়ু; **নরাঃ**—মানুষেরা; **পরাজিতাঃ**—পরাজিত; **চ্যুতাঃ**—চ্যুত হয়; **রাজ্যাৎ**—রাজ্য; **ভবন্তি**—পরিণত হয়; **উদ্বেজিনঃ**—উদ্বেগজনক; **অহয়ঃ**—সর্প।

অনুবাদ

আমি ব্রাহ্মণের ধন কামনা করি না। যারা তা কামনা করে, তারা স্বল্পায়ু এবং পরাভূত হয়। তারা তাদের রাজ্য হারায় এবং অন্যের কাছে উদ্বেগ সৃষ্টিকারী সর্পে পরিণত হয়।

শ্লোক ৪১

বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ ।
ঘ্নন্তং বহু শপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ ॥ ৪১ ॥

বিপ্রম্—জ্ঞানী ব্রাহ্মণ; **কৃত**—করলেও; **আগসম্**—পাপ; **অপি**—এমন কি; **ন**—না; **এব**—বস্তুত; **দ্রুহ্যত**—শত্রুর মতো আচরণ কর না; **মামকাঃ**—হে আমার অনুগামীগণ; **ঘ্নন্তম্**—শারীরিকভাবে আঘাত করে; **বহু**—বারম্বার; **শপন্তম্**—অভিশাপ দেয়; **বা**—বা; **নমঃ-কুরুত**—তোমরা প্রণাম নিবেদন করবে; **নিত্যশঃ**—সর্বদা।

অনুবাদ

আমার অনুগামীগণ, কোনও অপরাধ করলেও জ্ঞানী ব্রাহ্মণের সঙ্গে কঠোর আচরণ করবে না। এমন কি তিনি যদি তোমাকে শারীরিক ভাবে আক্রমণও করেন অথবা বারম্বার তোমাকে অভিশাপ প্রদান করেন, তবুও সর্বদা তাঁকে প্রণাম নিবেদন করবে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র তাঁর নিজ পরিজনগণকে এই শিক্ষা প্রদান করছেন না, বরং যারা নিজেদের পরমেশ্বর ভগবানের অনুগামীরূপে মনে করে তাদের সকলকেই তিনি তা প্রদান করছেন।

শ্লোক ৪২

যথাহং প্রণমে বিপ্রাননুকালং সমাহিতঃ ।
তথা নমত যূয়ং চ যোঽন্যথা মে স দণ্ডভাক্ ॥ ৪২ ॥

যথা—যেমন; **অহম্**—আমি; **প্রণমে**—প্রণাম নিবেদন করি; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণদের; **অনু-কালম্**—সকল সময়; **সমাহিতঃ**—যত্ন সহকারে; **তথা**—তেমনি; **নমত**—প্রণাম নিবেদন করবে; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **চ**—ও; **যঃ**—যে; **অন্যথা**—অন্যথা করবে; **মে**—আমার দ্বারা; **সঃ**—সে; **দণ্ড**—দণ্ডের; **ভাক্**—ভাগী হবে।

অনুবাদ

আমি যেমন সযত্নে ব্রাহ্মণদের প্রণাম নিবেদন করি, তেমনি তোমরাও তাঁদের প্রণাম নিবেদন করবে। যে তার অন্যথা করবে, আমি তাদের দণ্ডদান করব।

শ্লোক ৪৩

ব্রাহ্মণার্থো হ্যপহৃতো হর্তারং পাতয়ত্যধঃ ।
অজানন্তমপি হ্যেনং নৃগং ব্রাহ্মণগৌরিব ॥ ৪৩ ॥

ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণের; **অর্থঃ**—সম্পত্তি; **হি**—বস্তুত; **অপহৃতঃ**—অপহৃত; **হর্তারম্**—অপহর্তাকে; **পাতয়তি**—পতিত হয়; **অধঃ**—অধ; **অজানন্তম্**—অজ্ঞাত; **অপি**—ও; **হি**—বস্তুতঃ; **এনম্**—এই ব্যক্তি; **নৃগম্**—রাজা নৃগ; **ব্রাহ্মণ**—ব্রাহ্মণের; **গৌঃ**—গাভী; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

কোনও ব্রাহ্মণের সম্পত্তি অজানিতভাবে অপহৃত হলে, তা অপহর্তার পতনের নিশ্চিত কারণ হয়, ঠিক যেমন, ব্রাহ্মণের গাভী অপহরণ করে নৃগের পরিণতি হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে প্রদর্শন করছেন যে, তাঁর নির্দেশগুলি নিতান্ত তত্ত্ব কথা নয়, কিন্তু প্রমাণিত সত্যও য়বটে—যেমন নৃগ মহারাজের ক্ষেত্রে বাস্তবিকই তা দেখা গেছে।

শ্লোক ৪৪

এবং বিশ্রাব্য ভগবান্ মুকুন্দো দ্বারকৌকসঃ ।
পাবনঃ সর্বলোকানাং বিবেশ নিজমন্দিরম্ ॥ ৪৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিশ্রাব্য**—শুনিয়ে; **ভগবান্**—ভগবান; **মুকুন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **দ্বারকা-ওকসঃ**—দ্বারকার অধিবাসী; **পাবনঃ**—পবিত্রকারী; **সর্ব**—সকল; **লোকানাম্**—জগতের; **বিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **নিজ**—নিজ; **মন্দিরম্**—প্রাসাদে।

অনুবাদ

এইভাবে দ্বারকার অধিবাসীদের নির্দেশ প্রদান করে, সকল জগতের পবিত্রকারী ভগবান মুকুন্দ তাঁর প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'নৃগরাজ উদ্ধার' নামক চতুষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।